লাক্স-আনন্দধারা মিস্ ফটোজেনিক বাংলাদেশ ২০০১

তিন বারের তিন ফটোজেনিক অপি করিম, মিলা হোসেন এবং শুভ্রা দাস

শো অব দ্য ইয়ার

'ও আনিকা' দ্রুত বলে চলে গেলেন ফটোগ্রাফার ডেভিড বারিকদার। চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়ানো, ছিপছিপে গড়নের, জর্জেট শাড়ি পরা মেয়েটির দিকে চোখ গেল। শান্ত নাকি ভীত বোঝার উপায় নেই। জানতে চাওয়া হলো আগমনের কারণ। 'আমার ফটোসেশন হবার কথা'। তার মানে ফটোজেনিকের কাজ শুরু হয়ে গেছে? তাহলে শুরু থেকেই শুরু করি।

গত বছর ১-১৫ জুলাই সংখ্যায় লাক্স আনন্দধারা মিস্ ফটোজেনিকের ছবি আহ্বান করা হয়। ছবি জমা দেয়ার শেষ তারিখ ঘোষণা করা হয় ৩০ আগস্ট

স্টেজে দশ সুন্দরী

২০০০-এর মধ্যে। আগ্রহী তরুণীদের ব্যাপক সাড়ার কারণে এবং কিছুটা অনুরোধের কারণেই সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয় ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে আবেদনপত্রসহ ছবি জমা পড়ে ২৮৩৯টি। আনন্দধারা প্রাথমিক-ভাবে বাছাই করে ৩০০ ছবি। প্রাথমিক নির্বাচন থেকে ১০০ জনকে নির্বাচন করা হয়। যাদের ছবি তুলবেন আনন্দধারার নিজস্ব ফটোগ্রাফার ডেভিড বারিকদার এবং তুহিন হোসেন। তারা ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় চলে যান ছবি তুলতে। সময় লাগে ২ মাস। ১০০ জনের ছবি থেকে ৮০ জনের ছবি বাছাই করা হয় মূল পর্বের জন্য। আর সেই ৮০টি ছবি থেকে ৩০টি ছবি বাছাই করে প্রদর্শন করা হয় মূল বিচারের জন্য। এই বিচারেই বেরিয়ে আসে ১০ জন সুন্দরী। বিচারকমন্ডলীর তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই দেশের

শীর্ষস্থানীয়রা ছিলেন এবার। সুন্দরী ছিলেন আনিকা, ববি, উর্মি, শম্পা, সুমী, মিতা আফরোজ, শুভ্রা, জেসী এবং সুরভী। ৭০ পার্সেন্ট নাম্বারের ভিত্তিতে তারা উঠে আসেন শীর্ষ দশে। বাকি ৩০ পার্সেন্ট নম্বর রাখা হয় অনুষ্ঠানের আগ পর্যন্ত সময়ে পারফরমেন্সের ওপর। এই ৩০-এ তারা দখল করে নেয় মিস ফটোজেনিক, ১ম রানারআপ, ২য় রানারআপ এবং যার যার অবস্থান। অপেক্ষা শুরু হয় মূল অনুষ্ঠানের দিন ৭ এপ্রিলের।

নীপা-শিবলীর নৃত্য। মিস্ ফটোজেনিক ও দুই রানারআপ। মুকুট পরানো হচ্ছে শুভ্রাকে। আঁখি আলমগীর মাতিয়ে তোলেন পুরো বলরুম

মেয়েদের স্টেজ পারফর্মেন্স-এর জন্য সহযোগিতা করতে এলেন কোরিওগ্রাফার তুপা। খুব অল্প সময়েই মেয়েদের আপন করে নিলেন। এক কোণায় চুপচাপ বসে ঠিক করে নিলেন মেয়েদের কিভাবে হাঁটাবেন স্টেজে। শুরু হলো রিহার্সেল। মেয়েদের খুব ঠান্ডাভাবে ব্রিফ করছেন তুপা। মেয়েরা তুপা আপু বলতে অজ্ঞান। 'তুপা আপু বলেছে, এভাবে করতে, এভাবে বলতে' ইত্যাদি। হাঁটার ফাঁকে ফাঁকেই তাদের কথা বলার ধরনও শেখাছিলেন তুপা। ফটোজেনিক শম্পা এসেছিলেন খুলনা থেকে। তার উচ্চারণে কিছুটা আঞ্চলিকতা ছিল। বার বার তাকে ঠিক করে দিচ্ছে তার সহযোগী বন্ধুরা। একজন একটা মজার ঘটনা বলা শুরু করলে তার উচ্চারণগত সমস্যা অন্যরা ধরিয়ে দিতে গেলে তিনি বলে বসেন ' Please আগে ঘটনাটা বলে নেই তারপর ঠিক করব'। প্রায় প্রতিদিনই ময়মনসিংহের শুভ্রা রিহার্সেল শেষে চলে গেছেন ময়মনসিংহে। কারণ সন্ধ্যা ৭টায় ওখানে মঞ্চ নাটক-এ অংশ নিতে হবে। পরদিন সকাল ১০টার মধ্যেই আবার ঢাকায়। ফটোজেনিক রিহার্সেল-এ। এপ্রিল ১ থেকে এপ্রিল ৩ হরতাল ডাকা হলো, সবাই চিন্তিত। এতো অল্প সময়ে প্র্যাকটিস আবার শো-রিল তৈরি। শো-রিল তৈরি করবেন আফজাল হোসেন। তিনিও চিন্তিত। ঠিক করা হলো ৩১ মার্চ-এর মধ্যেই সব শেষ করতে হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। রাত ৩টা পর্যন্ত ভিডিও সেশন করে মেয়েরা বাড়ি ফিরেছে। আবার ১১টায় তুপার রিহার্সেলও চলে আসতে দেরি করেনি কেউ।

৩১ মার্চ শেষ শো-রিল করা হবে আনিকা, ববি, জেসী এবং উর্মির। কিন্তু অফিসে একটা চাপা উত্তেজনা। প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর বিজলী হককে একটা কাগজ হাতে অরুণ চৌধুরী'র সাথে গম্ভীরভাবে আলাপ

রেজওয়ানা চৌধুরী ও তপন চৌধুরীর গান দর্শকদের আবিষ্ট করে রাখে

পার্থ ও হাসানের গান ছিল অন্যতম আকর্ষণ

অনুষ্ঠানের বর্ণনা

৬টা ৫০ মিনিটে অতিথিরা আসন গ্রহণ করলেন। ৭টায় মঞ্চ অন্ধকার হলো। প্রথমে শাহাদত চৌধুরী ও আসাদুজ্জামান নূর মঞ্চে এলেন শুভেচ্ছা বক্তব্যের জন্য। উপস্থাপক আফজাল হোসেন মঞ্চে উঠে এলেন। অনুষ্ঠান শুরু করলেন, তার আহ্বানে পাঁচ জন করে দশ জন ফটোজেনিক সালোয়ার-কামিজ পরে মঞ্চে হেঁটে বেড়ালেন। এরপর পার্থ বড়ুয়া এলেন, গাইলেন 'বাশি শুনে আর কাজ নেই' গানটি। মধুর সুরের রেশ কাটতে না কাটতেই বিজরী ও রিচি নৃত্য পরিবেশন করলেন। নাচের পর রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং তপন চৌধুরী দ্বৈত সংগীতে দর্শকদের মাতালেন। এরপর পাঁচ জন ফটোজেনিক এলেন মঞ্চে। তাদের ভিডিও প্রোফাইল দেখানো হলো। আঁখি আলমগীর যখন গেয়ে ওঠেন 'ভালোবাসি-ভালোবাসি' তখন সবাই নড়েচড়ে বসলেন। এরপর বাকি পাঁচ সুন্দরী মঞ্চে উঠলেন এবং তাদের ভিডিও প্রোফাইল দেখানো হলো। এরপর হাসান ভালোবাসায় কষ্ট খুঁজলেন। জমিয়ে তুললেন আসর। শিবলী-নীপার নাচ ছিল তার পরপরই। ফেরদৌস ও ঈশিতা গান গাইলেন। গানের পর ছয় সুন্দরীর নাম ঘোষণা করলেন শমী কায়সার। এরপর টান টান উত্তেজনা। ছয় সুন্দরী মঞ্চে। প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য প্রস্তুত। উপস্থাপক আফজাল হোসেন প্রশ্নের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন তিন তারকা শাকিলা জাফর, জাহিদ হাসান আর অপি করিমের ওপর। ফটোজেনিকরা প্রমাণ রাখলেন বুদ্ধিতেও তারা কারও চেয়ে কম যান না। প্রশ্ন করার আগে জাহিদ অবশ্য দর্শক সারিতে বসে থাকা মৌ-এর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। কারণ আফজাল জাহিদকে পরামর্শ দিয়ে যান দেখে ভাল লাগছে এমন প্রতিযোগীকে প্রশ্ন করতে। ২ জন রানার আপের নাম ঘোষণার পরপরই উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে মিস ফটোজেনিক শুভ্রা দাসকে মঞ্চে আহ্বান করা হয়।

বিচারকমন্ডলী

১. রফিকুন নবী
২. নওয়াজীশ আহমেদ
৩. আফজাল হোসেন
৪. ফরহাদ আহমেদ
৫. নায়লা খান
৬. আনিসুল হক
৭. ফেরদৌস
৮. আঁখি আলমগীর
৯. মাহিন খান
১০. অপি করিম
১১. মিলা হোসেন
(মিস ফটোজেনিক ২০০০)
১২. তাহমিনা আনাম
১৩. লিটু আনাম
১৪. মোস্তাফিজুর রহমান তুষার
১৫. এম শাহরিয়ার (আতিক)

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আসাদুজ্জামান নূর ও শাহাদত চৌধুরী

'ম্যান অব দ্য শো' জাহিদ হাসান

শুভ্রা দাসের প্রশ্নোত্তর পর্ব

করতে দেখা গেল, এদিকে মেকআপম্যান জসীম বসে আছে। মেয়েদের মেকআপ দিতে হবে। কিন্তু বিজলী হককে সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো নেই। সম্পাদকের রুমে আলোচনায় বসেছেন শাহাদত চৌধুরী, অরুণ চৌধুরী, বিজলী হক, ডেভিড বারিকদার এবং তুহিন হোসেন। মিটিং-এর এক ফাঁকে বিজলী বলে গেলেন 'জেসী মেকআপ নেয়া শুরু করুক'।

মিটিং শেষে জানা গেল রহস্য কি। সমস্যা ববিকে নিয়ে। ববি আগে ডান্ডিতে একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। অবশ্য সে বিষয়টি লুকিয়েছিল আনন্দধারা কর্তৃপক্ষের কাছে। শেষ মুহূর্তে জানতে পারে আনন্দধারা, সঙ্গে সঙ্গে বাদ দেয়া হয় তাকে। এদিকে আমাদের পত্রিকায় এবং বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ববির ছবি ছাপা হয়ে গেছে সেরা দশের একজন হিসেবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হলো নতুন একজন প্রতিযোগীকে আনা হবে। সুযোগ পেলেন বিভা আহমেদ।

তুপাকে চিন্তিত মনে হলো না। নতুন এই মেয়েটিকে খুব সহজেই তার সাজানো লাইনে দাঁড় করিয়ে নিলেন। অন্য প্রতিযোগিনীরাও বিভাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করল সহজেই। বিভা তখন বাকি ৩০ পার্সেন্ট নম্বর-এর মুখোমুখি। খুব সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই শো-রিল নেয়া হলো। এবার ঝামেলা এডিটিং-এর। আফজাল হোসেন হরতালের মধ্যে সেটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

৪ ও ৫ এপ্রিল আবারো রিহার্সেল, অনুষ্ঠানের আগের দিন অর্থাৎ ৬ এপ্রিল মেয়েদের কিছুটা চিন্তিত মনে হলো। মুখে হাসি নেই। ফটোজেনিক সুরভী টেনশনে অতিরিক্ত কথা বলছেন। শম্পা চেষ্টা করছেন

তারকা প্রশ্নোত্ত পর্বে অপি করিম ও ঊর্মি

অনুষ্ঠানে বিজলী হক ও সুমী শাহাবুদ্দিন

তারকাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব আনন্দদায়ক ছিল

স্বাভাবিক থাকতে। শুভ্রাকে এতোদিনে দেখা গেল টেনশন করতে। ঢাকা-ময়মনসিংহ করতে করতে এতোদিন হয়ত টেনশনের সময় পাননি। সুমী তার জুতার হিলের একটি হারিয়ে ফেলেছেন। জেসী ঘন ঘন জুস খাচ্ছেন। বিভা চুপচাপ সবাইকে দেখছেন। হয়তো তার টেনশন শুরু হতে আরো দু'দিন লাগবে। মিতা বোনের বিয়েতে ভালোভাবে অংশ নিতে পারলো না। আনিকা চিন্তিত, তাকে মোটা লাগছে কিনা। আফরোজ চুল নিয়ে পড়েছেন সমস্যায়– বাঁধবেন না খোলা রাখবেন। টেনশনে আছেন ঊর্মিও। আফজাল এলেন বিকেলে। তারও রিহার্সেল দরকার। মজার ঘটনা ছিল, এবারের ফটোজেনিকদের মধ্যে পাঁচজনই গান করতে পারেন। এজন্য রিহার্সেলের ফাঁকে অবসরে কাউকে কাউকে গান গাইতে বলা হলো।

৭ এপ্রিল। সকাল ১১টা। শেরাটনের লবিতে বসে আছেন পাঁচজন ফটোজেনিক। ওদিকে উইন্টার গার্ডেনে তৈরি হচ্ছে স্টেজ। শিবলী-নিপা নাচটা একবার দেখে নিলেন।

হাঁটাচলা, কথা বলা সবকিছুরই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন কোরিওগ্রাফার (ডানে) তুপা। পাশে হাঁটছে মিতা

ঈশিতা-ফেরদৌস তাদেরটাও প্র্যাকটিস করে নিলেন। তুপা এলেন। মেয়েদের নিয়ে একবার রিহার্সেল করে গেলেন। অনুষ্ঠানের দিন তুপার চোখের কোণে সামান্য চিন্তার ক্লেশ দেখা গেল। কিন্তু কথায় সেটা ধরা পড়ল না মোটেও। সুমী এবং বিভা অসুস্থ। ডিহাইড্রেশন। শেষ পর্যন্ত বিভা চিন্তিত। ভাবছে কি হবে?

প্রোগ্রামের দিন সকাল সাড়ে বারোটার দিকে শেরাটনে উপস্থিত হন ডেভিড বারিকদার। বেশ নিশ্চিত মনেই উইন্টার গার্ডেনে ঢোকেন। তারপরও তার টেনশন বেড়ে যায়। তুহিন নেই। কেউ ছবি তুলছে না। ব্যস মোবাইলে ফোন। তুহিনের মোবাইল বলছে, 'ক্যান নট বি রিচড'। ডেভিড নিশ্চিত, তুহিন শ্বশুর বাড়িতে জামাই আদরে গা ভাসাচ্ছে। টেনশন খুব বেশিক্ষণ থাকেনি তুহিন কিছুক্ষণ পর চলে আসায়।

মেয়েদের বিজলী হক উপরে পাঠিয়ে দিলেন। তুপার দায়িত্বে তারা মেকআপ নিয়ে নেমে আসবে ঠিক সাড়ে পাঁচটায়।

দুই রুমে ভাগাভাগি করে মেয়েরা শুয়ে-বসে আছে। সবাই টেনশন করছে। আবার একে অপরকে সাহসও জোগাচ্ছে। উর্মি আফরোজকে বলে বসলেন তোকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে আজকে তোর বিয়ের পরের দিন। আফরোজ লজ্জার হাসি হাসলেন। আর উত্তরে বললেন 'তোকে দেখে মনে হচ্ছে আজ তোর হলুদের দিন'।

শুভ্রা জানতে চাইলেন তাকে কেমন দেখাচ্ছে। উর্মি চট করে বললেন 'তোকে দেখে মনে হচ্ছে তোর বিয়ে ভেঙে গেছে। এতো উৎকণ্ঠার মধ্যেও সবাই উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলো। কিছুটা সময়ের জন্য ভুলে গেলো তাদের প্রতিযোগিতার কথা।

মেকআপম্যান জসিম তার দল নিয়ে চলে এসেছেন। গীতি চলে এসেছেন তার দল নিয়ে। মেয়েদের হেয়ার স্টাইল তিনিই ঠিক করলেন। প্রত্যেকটি মেয়ের চুল বাঁধা, সাজানো লক্ষ্য করছিলেন তুপা এবং বিজলী। সাশা চৌধুরী মেয়েদের শাড়ি-ব্লাউজ নিয়ে উপরে এলেন। রিনা'জ বুটিকের সালোয়ার-কামিজ চলে এসেছে। গ্রিন রুমে বিজরী, রিচি তৈরি হচ্ছেন।

এত এত সুন্দরীদের মাঝে আফজালও নিজের মেকআপ নিতে ভুল করেননি। মিস ফটোজেনিক মিলা হোসেনকে উঠিয়ে বসে গেলেন আয়নার সামনে। মিলা অবশ্য বার বারই বলছিলেন তাকে পাত্তা দেয়া হচ্ছে না। সে তো পুরনো সুন্দরী ইত্যাদি। নিপা, শিবলী তৈরি হচ্ছেন, সঙ্গে তাদের দল।

পার্থ, বন্যা, তপন চৌধুরী হাসান বসে আসেন ব্যাক স্টেজে। আসাদুজ্জামান নূর ঘুরে ঘুরে দেখছেন। মাঝে মাঝে শাহাদত চৌধুরী আর আসাদুজ্জামান নূর আলোচনা করছেন গম্ভীরভাবে।

অনুষ্ঠান শুরু হতে আর মিনিট দশেক বাকি। এ সময় দেখা গেল অর্গানাইজাররা সব ব্যস্ত হয়ে ঘুরছে। স্টেজের পেছনের জায়গাটি ঠিক নেই। খুব দ্রুত ঠিক করতে তারা স্বেচ্ছাসেবকদের ডাকলেন। কাজ শুরু হলো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন আসাদুজ্জামান নূর, তারপর আর পারলেন না। নিজেই হাত লাগালেন স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে।

মেয়েরা তৈরি। উপস্থাপক আফজাল হোসেনও তৈরি। অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন।

সোয়া দুই ঘন্টা চলল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আকর্ষণে কিভাবে সময় কেটে গেল বুঝতেই পারলেন না দর্শকরা।

অনুষ্ঠান শেষে রিল্যাক্সড অবস্থায় আনন্দধারা'র কর্মিবৃন্দ

ক্রেডিট লাইন

প্রোগ্রাম কো-অডিনেটর	:	বিজলী হক
সহকারী সমন্বয়কারী	:	সুমী শাহাবুদ্দীন সাশা চৌধুরী
কোরিওগ্রাফি	:	তুপা
শাড়ি	:	দর্জি বুটিক
সালোয়ার-কামিজ	:	রীনা লতিফ
হেয়ার স্টাইল	:	গীতি'স বুটিকের গীতি বিল্লাহ্
মেকআপ	:	ম. ম. জসিম